তফসিল-৩

[বিধি ২৭ দ্রষ্টব্য]

হজ গাইড নিয়োগ নির্দেশিকা

১। উদ্দেশ্য

সুষ্ঠুভাবে হজ পালনে হজযাত্রীদের করণীয়, হজের সফর ও আনুষঙ্গিক কাজে সার্বিক সহযোগিতা ও পরামর্শ প্রদানের জন্য হজ গাইড নিয়োগ।

২। হজ গাইড নিয়োগের যোগ্যতা:—

সরকারি ও বেসরকারি ব্যবস্থাপনার হজযাত্রীর জন্য নিম্নবর্ণিত যোগ্যতা সম্পন্ন ব্যক্তিকে হজগাইড নিয়োগ করা যাইবে:

(১) ন্যূনতম একবার হজ পালন করিয়াছেন এবং হজের আরকান-আহকাম, হজ ও ওমরাহ ব্যবস্থাপনা আইন, ২০২১ হজ প্যাকেজ, লাগেজ রুলস, হজ বিষয়ে সৌদি আরবের বিধি-বিধান সম্পর্কে অবগত এবং নাগরিক জ্ঞান সম্পন্ন, হজের সফরে উদ্ভূত সমস্যা মোকাবেলায় পারদর্শী হইবেন;

(২) ন্যূনতম ৪০ বৎসর এবং অনধিক ৬০ বৎসর বয়স্ক ও শারীরিক এবং মানসিকভাবে সামর্থ্যবান হইতে হইবে;

(৩) স্নাতকত্তোর/স্নাতক/এইচএসসি/এসএসসি/সমমানের সনদ থাকিতে হইবে। তবে ইতোপূর্বে সুনাম ও দক্ষতার সহিত গাইড হিসেবে দায়িত্ব পালন করিয়াছেন তিনি অগ্রাধিকার পাইবেন;

(৪) প্রার্থীকে ন্যূনতম ৪৪ জন (কম/বেশি) হজযাত্রী সংগ্রহ করিতে হইবে;

(৫) হজ এজেন্সির স্বত্বাধিকারী/অংশীদার/এজেন্ট/মোনাজ্জেম হজগাইড হইতে পারিবেন না;

(৬) শুদ্ধভাবে কোরআন তেলাওয়াতে দক্ষ হইতে হইবে;

(৭) প্রয়োজনীয় মোবাইল অ্যাপস ব্যবহারে পারদর্শীসহ আইটি জ্ঞান সম্পন্ন হইতে হইবে;

(৮) আরবি ভাষায় দক্ষ ব্যক্তিকে অগ্রাধিকার দেওয়া হইবে। হজগাইডকে শরীয়ত ও সুন্নতের অনুসারী এবং বিনয়ী হইতে হইবে;

(৯) সরকারি কর্মজীবিদের ক্ষেত্রে যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে আবেদন করিতে হইবে।

৩। সরকারি ব্যবস্থাপনার হজ গাইড নিয়োগ কমিটি :

(১) কোনো জেলায় সরকারি ব্যবস্থাপনার নূন্যতম ৪৪ জন (কম/বেশি) হজযাত্রী থাকিলে তাঁহাদের জন্য ঐ জেলা হইতে একজন গাইড নিয়োগ করা হইবে। হজ নিবন্ধন সম্পন্ন হইবার পর গাইড নিয়োগের লক্ষ্যে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় বিজ্ঞপ্তি জারি করিবে। বিজ্ঞপ্তি জারির পর জেলা পর্যায়ে হজগাইড হিসাবে নিয়োগ পাইতে আগ্রহী যোগ্যতা সম্পন্ন ব্যক্তিকে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক বরাবর নির্ধারিত ফরমে অন-লাইনে আবেদন করিতে হইবে।

(২) হজগাইড নিয়োগের নিমিত্ত নিম্নবর্ণিত দুইটি কমিটি থাকিবে।

(ক) জেলা হজ গাইড প্যানেল তৈরি কমিটি

১. জেলা প্রশাসক	সভাপতি
২. জেলা ইমাম সমিতির সভাপতি অথবা সাধারণ সম্পাদক	সদস্য
৩. পরিচালক/উপপরিচালক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন	সদস্য সচিব

কার্যপরিধি:

১. গাইড হিসাবে নিয়োগ পাওয়ার জন্য প্রাপ্ত আবেদনসমূহ অনুচ্ছেদ ২-এ বর্ণিত যোগ্যতার আলোকে প্রাথমিকভাবে বাচাই করিয়া ২:১ হিসাবে প্যানেল প্রস্তুত করিবে; অথবা

২. কোনো জেলায় সরকারি ব্যবস্থাপনার ৪৪ জন (কম/বেশি) হজযাত্রী না থাকিলে আবেদনপত্র সংশ্লিষ্ট জেলার হজযাত্রীর সংখ্যা উল্লেখ করিয়া প্যানেল তৈরির জন্য পার্শ্ববর্তী জেলায় প্রেরণ করিবে, ইহা সম্ভব না হইলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করিবে।

(খ) কেন্দ্রীয় হজ গাইড নিয়োগ কমিটি

১. অতিরিক্ত সচিব/যুগ্মসচিব, হজ অনুবিভাগ	সভাপতি
২. ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের একজন যুগ্মসচিব/উপসচিব	সদস্য
৩. পরিচালক, হজ অফিস, ঢাকা	সদস্য
৪. মাননীয় মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব	সদস্য
৫. উপসচিব (হজ অধিশাখা)	সদস্য সচিব

তবে, এই কমিটি, প্রয়োজনে, এক বা একাধিক সদস্যকে কমিটিতে কো-অপ্ট করিতে পারিবে।

কার্যপরিধি: জেলা হজ গাইড প্যানেল তৈরি কমিটি কর্তৃক সুপারিশকৃত প্যানেল পর্যালোচনা করিয়া নির্দেশিকা অনুযায়ী হজ গাইড এর চূড়ান্ত তালিকা প্রণয়ন করিবে।

৪। **হজ গাইড প্যানেল তৈরির শর্তাবলি।**—

(১) হজযাত্রী নিবন্ধন শেষে হজ গাইড নিয়োগ নির্দেশিকার অনুচ্ছেদ-২ এ বর্ণিত যোগ্যতা সম্পন্ন এবং অনুচ্ছেদ-৭ এ বর্ণিত দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে সক্ষম প্রার্থীকে গাইড নিয়োগের জন্য ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় www.mora.gov.bd এবং www.hajj.gov.bd এ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করিবে;

(২) অনুচ্ছেদ-২ এ বর্ণিত যোগ্যতা সম্পন্ন ও দায়িত্ব পালনে সক্ষম প্রার্থীকে জীবন বৃত্তান্ত, পাসপোর্ট সাইজের ছবি, সকল শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদ, পাসপোর্ট, জাতীয় পরিচয়পত্র ইত্যাদির সত্যায়িত কপিসহ মোবাইল নম্বর উল্লেখ করিয়া জেলা হজগাইড প্যানেল তৈরি কমিটির সভাপতি বরাবরে লিখিত আবেদন করিতে হইবে। www.hajj.gov.bd হইতে ফরম ডাউনলোড করা যাইবে;

(৩) 'জেলা হজ গাইড প্যানেল তৈরি কমিটি' প্রাপ্ত আবেদনসমূহ বাছাই করিয়া প্রার্থীদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করিয়া প্যানেল চূড়ান্ত করিবে। প্রয়োজনে আবেদনকারীদের লিখিত পরীক্ষা গ্রহণ করিতে পারিবে;

(৪) হজগাইড হইতে আগ্রহী ব্যক্তিকে হজযাত্রার শুরু হইতে একাধিক্রমে সর্বোচ্চ ৪৫ দিনের জন্য দায়িত্ব পালন করিতে হইবে বিধায় আবেদনকারী কোনো প্রতিষ্ঠানে কর্মরত থাকিলে ঐ সময়ের জন্য তাহার নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ হইতে ছুটি মঞ্জুরের প্রত্যয়নপত্র আবেদনের সহিত সংযুক্ত করিতে হইবে;

(৫) সাক্ষাৎকারের সময়, হজযাত্রীদের মক্কা, মদিনা, মিনা, আরাফাহ, মুজদালিফাহ, জামারায় করণীয়, লাগেজ রুলস, সৌদি আরবের বিধি-বিধান, নাগরিক জ্ঞান, আইটি জ্ঞান, ভ্রমণকালে উদ্ভূত সমস্যা সমাধান, জ্ঞানের গভীরতা এবং প্রার্থীর সেবা করার মনোভাব যাচাই করিতে হইবে;

(৬) 'জেলা হজ গাইড প্যানেল তৈরি কমিটি' সাক্ষাৎকার গ্রহণ করিয়া প্রতি ৪৪ জন (কম/বেশি) হজযাত্রীর জন্য একজন প্রধান প্রার্থী এবং সম্ভব হইলে একজন অপেক্ষমান প্রার্থীর নাম সুপারিশ করিবে। যেই এলাকার হজযাত্রী সেই এলাকার বা নিকটবর্তী এলাকার আবেদনকারী হজ গাইড হিসেবে সুপারিশে প্রাধান্য পাইবেন। "জেলা হজ গাইড প্যানেল তৈরি কমিটি" সুপারিশের যৌক্তিকতা উল্লেখ করিবে;

(৭) হজযাত্রী সংগ্রহকারী ব্যক্তি তাহার দ্বারা সংগৃহীত হজযাত্রীদের নাম, ঠিকানা সম্বলিত তালিকাসহ জেলা হজ গাইড প্যানেল তৈরি কমিটির নিকট গাইড হিসেবে নিয়োগের জন্য আবেদন করিতে পারিবেন;

(৮) গড়ে ৪৪ জন (কম/বেশি) হজযাত্রীর জন্য ১ জন করিয়া হজ গাইড নির্বাচন করা সম্ভব না হইলে কেন্দ্রীয় হজ গাইড নির্বাচন কমিটি উক্ত হজ গাইড নিয়োগ কার্যক্রম সম্পন্ন করিবে;

(৯) জেলা প্রশাসক ও সভাপতি 'জেলা হজ গাইড প্যানেল তৈরি কমিটি' ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের নিবন্ধন সার্ভারে (ফরম-৪, পরিশিষ্ট-খ) অনলাইনে হজ গাইডের তথ্য পূরণ করিয়া হজ গাইডদের সুপারিশ ফরম-৪ প্রিন্ট করিবেন ও তাহা স্বাক্ষর করিয়া সচিব, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় বরাবরে প্রেরণ করিবেন;

(১০) জেলা হজ গাইড প্যানেল তৈরি কমিটি তাহাদের সকল কার্যক্রম ২০ রমজানের মধ্যে সম্পন্ন করিবেন।

৫। **সরকারি ব্যবস্থাপনার হজ গাইড নিয়োগের শর্তাবলি:**

(১) ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় ১০ শাওয়াল এর মধ্যে হজ গাইড নিয়োগ চূড়ান্ত করিবে। নিয়োগ আদেশ জারির পর হজ গাইডগণ হজ অফিস, ঢাকায় নির্ধারিত ফরম-৪, অঙ্গীকারনামা, পাসপোর্ট ইত্যাদি জমা দিয়া রিপোর্টিং সম্পন্ন করিবেন এবং নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে নির্ধারিত অঙ্গীকারনামা (তপশিল ৬ ফরম-১২) সম্পাদন করিতে হইবে।

(২) জেলা হজ গাইড প্যানেল তৈরি কমিটির সুপারিশের বিরুদ্ধে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি সরকার এর নিকট আবেদন করিলে কেন্দ্রীয় হজ গাইড নিয়োগ কমিটি সংক্ষুব্ধ ব্যক্তিকে শুনানী গ্রহণ করতঃ সরকারের নিকট সুপারিশ পেশ করিবে। এ বিষয়ে সরকারের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে;

(৩) বিশেষ অবস্থায় হজ গাইডের নিকট হইতে হজের ব্যয় বাবদ নিদিষ্ট পরিমাণ অর্থ নির্ধারিত হারে ফি আদায় করা হইতে পারে। তদুপরি প্রয়োজনবোধে সরকার কর্তৃক ধার্যকৃত অন্যান্য প্রয়োজনীয় অর্থও পরিশোধ করিতে হইতে পারে;

(৪) চূড়ান্তভাবে নিয়োগপ্রাপ্ত হইবার পর অনিবার্য কারণ ব্যতীত কোনো হজ গাইড অব্যাহতি দাবী করিতে পারিবে না। অপারগতার জন্য নিয়োগ প্রাপ্ত হজ গাইড সরকার কর্তৃক ব্যয়িত অর্থ ফেরত প্রদান করিতে বাধ্য থাকিবেন।

(৫) সরকার কর্তৃক নির্ধারিত ও প্রদত্ত ইউনিফর্ম প্রযোজ্য সকল স্থানে পরিধান করিতে হইবে;

(৬) হজগাইড হিসাবে দায়িত্ব পালনকালে সংঘটিত কোনো দুর্ঘটনার জন্য কর্তৃপক্ষ দায়ী থাকিবে না এবং এই জন্য কোনো প্রকার ক্ষতিপূরণ প্রদান করিতে বাধ্য থাকিবে না;

(৭) সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হজযাত্রী গ্রুপে সংযুক্ত হইতে কোনো হজ গাইড আপত্তি করিতে পারিবেন না;

(৮) প্রত্যেক হজ গাইড সরকারি ব্যবস্থাপনায় প্রযোজ্য প্যাকেজের হজযাত্রীর অনুরূপ সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্য হইবেন। সৌদি আরবে যাতায়াত ও টেলিফোন ব্যয় বাবদ সরকার নির্ধারিত অর্থ প্রাপ্য হইবেন;

৬। **হজ গাইড নিয়োগ বাতিল ও অব্যাহতি:**

(১) নিয়োগপ্রাপ্ত কোনো হজ গাইড প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে অংশগ্রহণ না করিলে কিংবা যথাসময়ে রিপোর্ট না করিলে তাঁহার নিয়োগাদেশ বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে।

(২) হজ গাইড নিয়োগ, হজ গাইডদের করণীয়, অনিয়ম-অসদাচরণ বিষয়ে সরকারের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া বিবেচিত হইবে।

৭। **হজ গাইডের দায়িত্ব ও কর্তব্য:**

(১) হজে গমন হইতে প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত ঢাকা, জেদ্দা/মদিনা বিমানবন্দর, মক্কা, মদিনা, মিনা, আরাফা এবং মুজদালিফাসহ হজের সকল কার্যক্রমে একজন হজ গাইডকে ৪৪ জন (কম/বেশি) হজযাত্রীর গাইড হিসাবে কাজ করিতে হইবে এবং হজযাত্রীদের সহিত সার্বক্ষণিকভাবে অবস্থান করিতে হইবে;

(২) হজযাত্রীকে প্রাক-নিবন্ধন ও নিবন্ধন কাজে পরামর্শ ও সহায়তা প্রদান করিবেন;

(৩) হজ ভিসা প্রক্রিয়াকরণের জন্য পাসপোর্ট জমা প্রদান, আঙ্গুলের ছাপ গ্রহণ, ইলেক্ট্রনিক মেডিকেল প্রোফাইল প্রস্তুত এবং বিমানের টিকিট সংগ্রহে সহায়তা প্রদান;

(৪) হজযাত্রীদের হজের আরকান-আহকাম সম্পর্কে নিয়মিতভাবে তা'লিম প্রদান;

(৫) হজ প্রশাসনিক দল/কাউন্সেলর (হজ)/মৌসুমী হজ অফিসারের তত্ত্বাবধানে দায়িত্ব পালন;

(৬) কোনো হজগাইড কোনো হজযাত্রীর ব্যক্তিগত কাজে সংশ্লিষ্ট হইবেন না;

(৭) হজযাত্রীর নিকট হইতে কোনো বখশিস/অর্থ/উপহার দাবী কিংবা গ্রহণ করিতে পারিবেন না;

(৮) খাবার ক্রয়, কুরবানী বা অন্য কোনো আর্থিক লেনদেনে জড়িত হইবেন না;

(৯) হজযাত্রীদের সহিত নম্র ও ভদ্র আচরণ করিতে হইবে। সরকার বা দেশের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হয় এমন কোনো কাজ করা যাইবে না;

(১০) গ্রুপের হজযাত্রীদের জেলা পর্যায়ে অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণে উপস্থিত করিতে হইবে;

(১১) হারানো হাজী খুঁজিয়া বাহির করা ও অসুস্থ হাজীদের চিকিৎসা কেন্দ্রে নেওয়ার ব্যবস্থা করিবেন;

(১২) গ্রুপের হজযাত্রীদের নাম, মক্কা-মদিনায় আবাসনের ঠিকানা, পাসপোর্ট ও মোবাইল নম্বর এবং মক্কা-মদিনার গুরুত্বপূর্ণ স্থানের ম্যাপ, সৌদি আরবে বাংলাদেশ হজ অফিসসমূহের ফোন ও মোবাইল নম্বর সংরক্ষণে রাখিতে হইবে;

(১৩) জেদ্দা, মক্কা ও মদীনায় অবস্থিত বাংলাদেশ হজ অফিসের সহিত নিয়মিত যোগাযোগ রাখিতে হইবে;

(১৪) নির্ধারিত ইউনিফর্ম পরিধান ও সফরের সময় দৃশ্যমানভাবে জাতীয় পতাকা বহন করিবেন;

(১৫) প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করিতে হইবে এবং মূল্যায়ন পরীক্ষায় কৃতকার্য হইতে হইবে।

(১৬) প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে যাতায়াতের জন্য সরকারের নিকট কোনো টি/এ, ডি/এ দাবী করা যাইবে না;

(১৭) মক্কা ও মদিনায় ঐতিহাসিক স্থানসমূহ পরিদর্শনের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন। এই সংক্রান্ত ব্যয় হজযাত্রীগণ বহন করিবেন;

(১৮) বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তনের পর হজ সংক্রান্ত সার্বিক কার্যক্রম উল্লেখপূর্বক একটি প্রতিবেদন ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে জমা দিতে হইবে;

(১৯) ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক সময়ে সময়ে অর্পিত অন্যান্য দায়িত্ব পালন করিতে হইবে।

৮। **অসদাচরণ:**

(১) হজ বা ওমরাহ এজেন্সির স্বত্তাধিকারী বা এজেন্সির সহিত সম্পৃক্ত কোনো ব্যক্তি স্বীয় পরিচয় গোপন রাখিয়া হজ গাইড হিসাবে নির্বাচিত হলে উক্ত এজেন্সি আইনের ধারা ১২ অনুসারে অনিয়ম ও অসদাচারণ করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন।

(২) ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় যে-কোনো সময় কোনো কারণ দর্শানো ছাড়াই হজ গাইডকে দায়িত্ব হইতে অব্যাহতি দেওয়ার ক্ষমতা সংরক্ষণ করে। তাহার দ্বারা সংঘটিত কোনো অনিয়ম/অসদাচরণের কারণে তাহাকে হজগাইডের দায়িত্ব হইতে অব্যাহতি দেওয়া হইলে তাহার জন্য ব্যয়িত সমুদয় অর্থ তিনি ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের নির্ধারিত খাতে পরিশোধ করিতে বাধ্য থাকিবেন;

(৩) সরকার হজ গাইড নিয়োগ, নিয়ন্ত্রণ, শৃঙ্খলা ইত্যাদি বিষয়ে প্রয়োজনে অন্যবিধ শর্ত আরোপ ও দায়িত্ব প্রদান করিতে পারিবে।

৯। **বেসরকারি ব্যবস্থাপনার হজ গাইড নিয়োগ:**

(১) বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় হজযাত্রীগণের জন্য সংশ্লিষ্ট এজেন্সি হজ গাইড নিয়োগ এবং তাদের যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করিবে।

(২) এজেন্সি কর্তৃক নিয়োগকৃত হজ গাইডের যোগ্যতা সরকারি ব্যবস্থাপনায় নিয়োগকৃত হজ গাইডের যোগ্যতার অনুরূপ হইবে।

(৩) সরকারি ব্যবস্থাপনার অনুরূপ বেসরকারি ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রেও প্রতি ৪৪ জন (কম/বেশী) হজযাত্রীর জন্য একজন গাইড নিয়োগ করিতে হইবে।

(৪) বেসরকারি হজ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে হজ এজেন্সি কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত হজগাইডদের দায়িত্ব ও কর্তব্য এবং সুযোগ-সুবিধা এজেন্সি কর্তৃক নির্ধারিত হইবে।

(৫) বেসরকারি ব্যবস্থাপনার গাইডের দ্বারা সংঘটিত অনিয়ম এজেন্সির অনিয়ম হিসেবে গণ্য হইবে।